ভোরের কাগজ

১০/১০/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

পাঠ্যপুস্তক ছাপানো নিয়ে আজ বৈঠক

আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন বই পৌঁছানো নিয়ে সংঘর্ষ

কাগজ প্রতিবেদক : আগামী শিক্ষাবর্ষের নতুন বই সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌছবে কি-না, এই নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

একদিকে নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, অপরদিকে বই ছাপানোর বিষয়ে 'এখন পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অনুমোদন না মেলায় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সময় মতো নতুন বই পাওয়ার ব্যাপারে এ সংশয় দেখা দিয়েছে।

তবে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান ড. সফিউর রহমান ভোরের কাগজকে আশা প্রকাশ করে বলেছেন, আগামী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা সময় মতোই নতুই বই পেয়ে যাবে।

এদিকে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আজ ১০ অক্টোবর প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর অনুমোদন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন বিষয়ক সভা কবে হবে তা এখনো নির্ধারিত হয়নি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পুস্তক ছাপানোর জন্য টেন্ডার আহ্বান, যাচাই বাছাই এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশক নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। কাগজের বিষয়ে কর্ণফুলী পেপার মিলের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছে। শুধুমাত্র দুই স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বাকি।

বোর্ড সূত্র জানায়, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক্রমে এবার প্যাকেজ পদ্ধতিতে পুস্তক ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণীর বই নির্দিষ্ট সংখ্যায় ভাগ করে বিভিন্ন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠানকে ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের বই ছাপানোর জন্য এবার ১৫০টি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই পদ্ধতির ফলে গতবারের সীমিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠানকে বই ছাপানোর দায়িত্ব দেওয়ায় যে সংকট তৈরি হয়েছিল, এবার তা কাটানো সম্ভব হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করে।

অপরদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার জন্য যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি, ১৫টি সাব কমিটির মাধ্যমে দর নির্ধারণ, টেন্ডার আহ্বান, সরজমিন টেন্ডার আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যাচাই বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে প্রকাশকদের তালিকা প্রস্তুত করেছে। এ পর্যায়ে বাকি রয়েছে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন।

তবে, অনুমোদনের বিষয়ে সরকার পরিবর্তনের এই সময়টার 'প্রভাব', কোমলমতি শিশুদের বই পেতে দেরি করিয়ে দেয় কি-না সেই আশঙ্কায় অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন।